



কাউখালী: নিজের প্রতিষ্ঠিত তথ্য সংগ্রহশালায় আব্দুল লতিফ

ইত্তেফাক

জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে চলেছে লতিফের তথ্য সংগ্রহশালা

■ রবিউল হাসান রবিন, কাউখালী (পিরোজপুর) সংবাদদাতা
অনেকের অনেক রকম নেশা থাকে। এর মধ্যে কিছু নেশা থাকে ইতিবাচক আবার কিছু নেতিবাচক। ইতিবাচক উদ্যোগগুলো সমাজ-জীবনকে সমৃদ্ধ করে। আব্দুল লতিফ খসরু সে রকম একজন উদ্যোক্তা মানুষ। তার নেশা তথ্যচিত্র সংগ্রহ করা। এটা করতে পেরে তিনি নিজে সুখ পান, আত্মতৃপ্তি পান। পিরোজপুরের কাউখালী উপজেলার কেউন্দিয়া গ্রামের আব্দুল আউয়ালের ছেলে ষাটোর্ধ্ব আব্দুল লতিফ খসরু ২০০৪ সালে উপজেলা শহরের উত্তর বন্দরে নিজ ভবনে প্রতিষ্ঠা করেছেন একটি তথ্য সংগ্রহশালা। প্রতিদিন শিশু থেকে শুরু করে নানা বয়সীর ভিড় জমে এ সংগ্রহশালায়।

কারো কোনো তথ্য
প্রয়োজন হলে ছুটে যান
এ সংগ্রহশালায়। এতে
রয়েছে দেশ-বিদেশের
বিখ্যাত অনেক
আলোকচিত্র, রয়েছে
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

সংগ্রহশালায় রয়েছে দেশ-বিদেশের বিখ্যাত আলোকচিত্র; রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, এ জনপদের শিল্প-সংস্কৃতির সংবাদ। সমগ্র সংরক্ষণ করে রেখেছেন তার সংগ্রহশালায়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত এ সব তথ্যচিত্র এলাকার মানুষের কাজে লাগছে। তার এ সংগ্রহশালা নিয়ে এ পর্যন্ত ৫০টি প্রদর্শনী হয়েছে। জেলা ও উপজেলার মানুষের কাজে লাগবে এমন ধারণা থেকেই এ সংগ্রহশালা গড়ে তোলেন তিনি।

জানা গেছে, দীর্ঘ একযুগ ধরে তিনি এ কাজটি করছেন। এ জনপদ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদনের কাটিংসহ আলোকচিত্র ও পরিসংখ্যানগত তথ্য রয়েছে তার সংগ্রহশালায়। জেলা এবং উপজেলার কারো কোনো তথ্য প্রয়োজন হলে ছুটে যান আব্দুল লতিফ খসরুর প্রতিষ্ঠিত সংগ্রহশালায়। সেখানে রয়েছে ৫২'র ভাষা আন্দোলনের ভাষা সৈনিকদের জীবনীর তথ্যচিত্র। এ উপজেলায় মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের তথ্যচিত্র। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বহস্তে লেখা চিঠির ফটোকপি। মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের নামের তালিকা। মহান মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনীর পরাজয় দলিলের তথ্যচিত্র, রয়েছে রানা প্রাজা, বিডিআর বিদ্রোহসহ নিম্নতলীর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের তথ্যচিত্র, শিডরে ক্ষয়ক্ষতির দর্শনীয় তথ্যচিত্র, রয়েছে রূপসী বাংলার অনেক চিত্র। সংগ্রহশালায় প্রতিদিন অনেক দর্শনাগামী আসে। সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত দর্শনাগামীদের জন্য খোলা থাকে এ সংগ্রহশালা। দর্শনাগামীদের সংখ্যা দিনদিন বেড়েই চলেছে। অর্থনৈতিক সংকটের কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক দর্শন চিত্র সংগ্রহ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে তিনি আরো উৎসাহিত হবেন। এ সংগ্রহশালা এলাকার মানুষের কাছে একজন 'তথ্য ব্যাংকার' হিসেবে পরিচিত।